সেগুনের পাতাভোজী পোকা ও তার নিয়ন্ত্রণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম

সেগুন বাংলাদেশে অতি মূল্যবান একটি গাছ। আসবাবপত্র ও নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে এর কাঠ খুবই সমাদৃত। আমাদের সমাজে সেগুন কাঠের ব্যবহার আভিজাত্য ও বিলাসিতার প্রতীক। ১৮৭১ সনে চট্টগ্রামের সীতা পাহাড় হতে এ দেশে সেগুন বাগান সৃজন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং অদ্যবধি পাহাড়ি বনাঞ্চলের প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ গাছই হচ্ছে সেগুন। নানা প্রকার পোকা-মাকড়ের আক্রমণে সেগুন বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে পাতাভোজী অন্যতম একটি ক্ষতিকর পোকা, যা নার্সারি ও রোপিত গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

ক্ষতির ধরণ

গ্রীষ্ম মৌসুমের শুরুতে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে সেগুনের কচি পাতায় পাতাভোজী পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগস্ট) মাস পর্যন্ত আক্রমণ চলতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় শুককীট পাতার প্রধান প্রধান শিরা-উপশিরা বাদে সম্পূর্ণ পত্র ফলক খেয়ে ফেলে। তৃতীয় ও চতুর্থ দশার শুককীট পাতার কিনারা মুড়িয়ে তার ভিতরে খেতে শুরু করে। মহামারী আকারে পোকার আক্রমণ হলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সম্পূর্ণ বাগান পাতাশূণ্য হয়ে পড়ে। ঝরা পাতাগুলো বাগানে স্তূপ আকারে পড়ে থাকে। পাতা ঝরার ফলে যদিও গাছ মরে না, কিন্তু গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। চারা গাছ ও নার্সারিতে ব্যাপক পোকার আক্রমণ হলে ডগা শুকিয়ে মরে যায়। এমনকি অনেক সময় নার্সারি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সেগুন ছাড়াও পোকার বিকল্প পোষক পোষক গাছ যেমন বড় মালা, নিশিন্দা, বাইন ইত্যাদি এ

পোকার পরিচিতি

বাংলা নাম : সেগুনের পাতাভোজী পোকা
ইংরেজী নাম : Teak defoliator
বৈজ্ঞানিক নাম : *Hyblaea puera* Cramer

সেগুনের পাতাভোজী পোকা এক ধরণের গাঢ় রঙের মথ। মাথা ও দেহ ধূসর রঙের, উদর গাঢ় বাদামী। সামনের পাখা ধূসর রঙের এবং গাঢ় দাগযুক্ত, পিছনের পাখা গাঢ় বাদামী রঙের, যাতে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কমলা রঙের দাগ থাকে। পূর্ণাঙ্গ পোকা দিনে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী পোকা কচি পাতায় ৩০০-৮০০টি ডিম পাড়ে। ২-৪ দিনে ডিম ফুটে কীড়া বের হয়, যাকে শুককীট বলে। শুককীটগুলো বড় হয়ে মুককীটে পরিণত

পোকার নিয়ন্ত্রণ

(ক) প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- নার্সারি ও বাগান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- একক প্রজাতির সেগুন বাগান না করে মিশ্র প্রজাতির বাগান করলে পোকা আক্রমণ কম হবে।
- সেগুনের পাতা ঝরা কালিন সময়ে পোকার বিকল্প পোষক গাছ বাগান হতে কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পোকা আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম জাতের সেগুন চারা দিয়ে বাগান করতে হবে।

(খ) প্রতিকার ব্যবস্থা

- নার্সারি বা নুতন বাগানে পোকার আক্রমণ হলে পোকার ডিম ও শুককীট হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হবে।
- পোকা আক্রমণের শুরুতে নিম বিষ যেমন নিমবিসিডিন নামক জৈব কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০ মি.লি. (বোতলের ১ মুখে ৫ মি.লি. ঔষধ ধরে) ঔষধ মিশিয়ে গাছের পাতা, ডাল-পালা ও কান্ড ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- আক্রমণ ব্যাপক হলে যে কোন স্পর্শক কীটনাশক যেমন ম্যালাথিয়ন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০-২৫ মি.লি. পরিমান মিশিয়ে গাছে ভালভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

সব ধরণের কীটনাশকই মাছ, পশু-পাখি ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই কীটনাশক প্রয়োগের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।